রাজেন্দ্র চোলের কৃতিত্ব বর্ণনা করো

রাজেন্দ্র চোল ছিলেন চোল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি । কন্যাকুমারী,মহেন্দ্রগীরি ও সুত্তুর অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত লিপি সমূহ থেকে তার সামরিক কৃতিত্বের কথা জানা যায়।

একাধিক সামরিক সাফল্যের দ্বারা চোল শক্তিকে প্রতিহত করে তোলেন রাজেন্দ্র চোল। রাজত্বের পঞ্চম বছরে সিংহল অভিযানের মাধ্যমে তিনি রাজ্যজয়ের সূচনা করেন। মহাবংশ থেকে তার সিংহল অভিযানের বর্ণনা পাওয়া যায়। জানা যায় যে তিনি রাজা পঞ্চম মহেন্দ্রকে বন্দী করে সিংহলকে পদানত করেন। সিংহলকে তিনি একটি চোল প্রদেশে পরিণত করেন। তিনি শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য শ্রীবিজয়ের বিরুদ্ধেও নৌ অভিযান প্রেরণ করেন। শৈলেন্দ্র রাজা বিজয়তুঙ্গ বর্মন রাজেন্দ্রের নিকট পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। অবশ্য এরপর তিনি রাজ্য ফিরিয়ে দেন।

তিরুবালাঙ্গারু পট্ট থেকে তার রাজ্যজয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। রাজত্বের ষষ্ঠ বছরে তিনি পান্ড্য ও কেরলদের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার পরবর্তী সংগ্রাম ছিল পশ্চিম চালুক্যরাজ জয়সিংহের বিরুদ্ধে। বেঙ্গীর সিংহাসনের উত্তরাধিকার প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে দেখা দেয় বিরোধ। বিমলাদিত্যের মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র বিজয়াদিত্য ও রাজরাজ উভয়ই সিংহাসনের দাবি করতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে জয়সিংহ বিজয়াদিত্যের পক্ষ নেন। অন্যদিকে রাজরাজার পক্ষ নেন রাজেন্দ্র। এই প্রতিদ্বন্দিতায় জয়সিংহ শেষপর্যন্ত পরাজিত হন মাস্কির যুদ্ধে। চোলদের অপর এক বাহিনী বেঙ্গীতে উপস্থিত হয়ে বিজয়াদিত্যকে সরিয়ে রাজরাজ কে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে। এরপর রাজেন্দ্র কলিঙ্গের অভিমুখে অগ্রসর হন কারণ কলিঙ্গরা জয়সিংহকে সাহায্য করেছিল। কলিঙ্গরাজকে রাজেন্দ্র পরাজিত করেন।

রাজেন্দ্র চোলের সেনা উত্তর ভারতে অভিযান করেন যার বর্ণনা আমরা তিরুমলয় লেখ থেকে পাই। এই দু'বছর অভিযানে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়নি পরিচালিত হয়েছিল পবিত্র গঙ্গা জল সংগ্রহ করার জন্য। পূর্ববঙ্গের শাসক গোবিচন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গের মহিপাল ও দক্ষিণবঙ্গের রণশূর চোল বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। এই অভিযানের মাধ্যমে উত্তর ভারত দক্ষিণের এক প্রবল শক্তির পরিচয় পায়। এই অভিযানের সাফল্যের পর রাজেন্দ্র চোল 'গঙ্গাইকোন্ড' উপাধি নেন এবং কাবেরী নদীর তীরে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন যার নাম হয় 'গঙ্গাইকোন্ড চোলপুরম'। রাজত্বের শেষ দিকে পান্ড্য ও কেরলগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রাজত্বের অন্তিম ভাগে তিনি পশ্চিম চালুক্যদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এইভাবেই রাজেন্দ্র ছেলের কৃতিত্ব আজও সমান গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে।